



160395 - পরবিাররে সদস্য নরিধারণরে নীতমিলা যাদরে পক্ষ থেকে একটি পশু যবহে করাই যথেষ্ট

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি চাকুরীজীবী। বয়িে করনি। আমি আমার বাবার সাথে থাকি। আমার বাবার পরবির্তে আমি যদি একটি কেরবানীর পশু খরিদি করি সটো কি জায়যে হব?ে? নাকি আমার পতিকে তার নিজস্ব সম্পদ থেকে কেরবানীর পশুটি কনিতে হব?ে? আমি যদি কেরবানীর পশু খরিদি করার জন্য সহযোগিতাস্বরূপ আমার বাবাকে কিছু অর্থ দইে সটো কমে হব?ে? আমি এখন -আলহামদুলিল্লাহ- নিজইে কেরবানীর পশু কনোর সামর্থ্য রাখি। এমতাবস্থায়, আমার নিজরে পক্ষ থেকে কেরবানী দয়ো কি আমার উপর ওয়াজবি; উল্লেখ্য আমি এখনও বয়িে করনি? এ প্রশ্নগুলো একটি অপরটির সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ আপনাদরেকে উত্তম প্রতদিন দিনি এবং আপনাদরেকে ইসলাম ও মুসলমানদেরে খদেমত করার তাওফকি দিনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

হানাফি আলমেগণ ছাড়া অন্য সকল আলমে একমত য,ে, ব্যক্তি নিজরে পক্ষ থেকে ও নিজরে পরবিাররে পক্ষ থেকে কেরবানী দলিে তাতে সুন্নতে কফিয়া আদায় হব।ে। দললি হচ্ছ- আবু আইয়ুব আনসারীর হাদসি। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসে করা হয় য,ে, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি এর যামানায় কেরবানীর পশু কমে হলি। তিনি বলনে: একজন লোক তার নিজরে পক্ষ থেকে ও তার পরবিাররে পক্ষ থেকে একটি ছাগল দয়িে কেরবানী দতি। তারা নিজরোও খতে, অন্যদেরকেও খাওয়াত। এক পর্যায়ে মানুষ বাহাদুরি করা শুরু করল; এখনকার অবস্থাতো দখেতইে পাচ্ছনে।” [তিরমিযি সুনান গ্রন্থে (১৫০৫) হাদসিটি বর্ণনা করনে এবং বলনে: হাসান সহিহ]

এ মাসয়ালটি আমাদরে ওয়বে সাইটরে কয়কেটি প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করা হয়ছে; যমেন- 45916 নং ও 96741 নং প্রশ্নোত্তরে।

দুই:

পরবিাররে সদস্য নরিধারণরে নীতি কি হব, য,ে পরবিাররে পক্ষ থেকে একটি পশু কেরবানী দলিে চলবে। এ ব্যাপারে আলমেগণ চারটি অভিমতরে উপর মত পার্থক্য করছেনে:



প্রথম অভিমত: যাদের মধ্যে তিনটি শর্ত পূরণ হবে: কেরবানীকারী তাদের খরচ চালানো, কেরবানীকারীর আত্মীয় হওয়া ও তার সাথে তারা একত্রে বসবাস করা। এটি মালকৌ মাযহাব।

মালকৌ মাযহাবের গ্রন্থ ‘আল-তাজ ওয়াল ইকললি’ (৪/৩৬৪) তে এসেছে- “যদি তার সাথে বসবাস করে, তার আত্মীয় হয় এবং সে তার জন্য খরচ করে; এমনকি সে খরচ যদি দান হিসেবেও হয়”। তিনি তিন কারণে এর বৈধতা দিয়েছেন: আত্মীয়তা, একত্রে বসবাস করা এবং তার জন্য খরচ করা [সংক্ষিপ্ত ও সমাপ্ত]

দ্বিতীয় অভিমত: যাদের সকলের খরচদাতা একজন। এটি শাফয়েি মাযহাবের পরবর্তী কিছু কিছু আলমেদের অভিমত।

তৃতীয় অভিমত: কেরবানকারীর সকল আত্মীয়-স্বজন; এমনকি তিনি যদি তাদের জন্য খরচ না করেন তারপরও।

চতুর্থ অভিমত: যারা কেরবানীকারীর সাথে একত্রে বসবাস করে; যদিও তারা তার আত্মীয় না। খতবি আল-শারবানী, শহিব আল-রমলি, তাবলাওয়া প্রমুখ পরবর্তী যামানার শাফয়েি আলমে এ অভিমত অনুযায়ী আমল করেন। তবে আল্লামা ইবনে হাজার আল-হাইতামী এ অভিমতকে অসম্ভব জ্ঞান করছেন।

শহিব আল-রমলিকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

কেরবানীর সুন্নত কি একটমাত্র পশু জবাই করার মাধ্যমে এমন একদল লোকের পক্ষ থেকে আদায় হতে পারে যারা এক বাড়ীতে বসবাস করেন; কিন্তু তাদের মাঝে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নাই?

জবাবে তিনি বলেন: হ্যাঁ; আদায় হতে পারে। পরবর্তী যামানার কিছু আলমে বলেন: যাদের জন্য তিনি খরচ করেন তাদের পক্ষ থেকে আদায় হওয়ার মতটি অগ্রগণ্য। [ফাতাওয়ার রমলি (৪/৬৭)]

ইবনে হাজার আল-হাইতামী বলেন:

এখানে এ উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, তার পুরুষ ও নারী আত্মীয়।

আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এখানে পরিবারের সদস্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- যাদের সকলের খরচদাতা একজন; যদিও সে খরচ সদকা হিসেবে দোয়া হোক না কেন।

আবু আইয়ুব আনসারীর উক্ত: “ব্যক্তি তার নিজের পক্ষ থেকে ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে জবাই করবে” এ দুটো অর্থের সম্ভাবনা রাখতে। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এখানে বাহ্যিক অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সবাই একই ঘরে বসবাস করে। যদিও তাদের মাঝে কোন আত্মীয়তা নাই; কিন্তু তারা সকলে একই ঘরের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। কোন কোন আলমে এ মতের পক্ষে দৃঢ়তা জ্ঞাপন করছেন। কিন্তু এটি দূরবর্তী। [‘তুহফাতুল মুহতাজ’ (৯/৩৪৫) থেকে সংক্ষিপ্ত ও



সমাপ্ত]

মোদদাকথা হচ্ছ- য়ে সন্তান বড় হয়ে বাবা থেকে আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র বাড়তি থাকে তার জন্য নিজের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র করেবানী করার বধিান রয়েছে। পতির করেবানী তার জন্য যথেষ্ট হবে না। কারণ বর্তমানে সে তার পতির পরবিাররে সদস্য নয়; বরং সে স্বতন্ত্র পরবিাররে কর্তা। আর সন্তান যদি করেবানীর পশু কনোর অর্থ দিয়ে পতিকে সহযোগিতা করে এর জন্য সে ইনশাআল্লাহ সওয়াব পাবে। কন্িতু, এটি হবে দান করার সওয়াব; করেবানী করার সওয়াব নয়। আরও জানতে দেখুন: [41766](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জাননে